তারিখ 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

কালের কণ্ঠ

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা শুরু কাল

পরীক্ষার্থী ২৪ লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আগামীকাল ১ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা। এবার পরীক্ষায় বসছে ২৪ লাখ ১২ হাজার ৭৭৫ জন শিক্ষার্থী। পরীক্ষা শুরুর আধাঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল রবিবার সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অনুরোধের পাশাপাশি পরীক্ষাসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানান। দেশের ২৮ হাজার ৭৬১টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী দুই হাজার ৭৩৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। দেশের বাইরের আটটি কেন্দ্রে ৬৮১ জন জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। পরীক্ষা শেষ হবে ১৭ নভেম্বর। ফল প্রকাশ হবে আগামী ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে।

পরীক্ষার্থীদের আধাঘণ্টা আগে কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান শিক্ষামন্ত্রীর

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আধাঘণ্টা আগে প্রবেশ করলে পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট আগেই খাতা দেওয়া হবে, যাতে আনুষঙ্গিক কাজ এগিয়ে রাখতে পারে পরীক্ষার্থীরা। তবে পরীক্ষা নির্ধারিত সময়েই শুরু হবে। এবার অনুরোধ হলেও ভবিষ্যতে এটা বাধ্যতামূলক করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জেএসসিতে আটটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার ২০ লাখ ৩৮ হাজার ৩০৩ জন এবং জেডিসিতে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে তিন লাখ ৭৪ হাজার ৪৭২ জন পরীক্ষায় অংশ নেবে। গত বছরের চেয়ে এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে ৮৬ হাজার ৮৪২ জন। এবার ২৪ লাখ ১২ হাজার ৭৭৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১২ লাখ ৮৮ হাজার ৪০২ জন, ছাত্রের সংখ্যা ১১ লাখ ২৪ হাজার ৩৭৩ জন। ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা এক লাখ ৬৪ হাজার ২৯ জন বেশি।

এবার জেএসসিতে এক লাখ তিন হাজার ৬৫৩ জন ও জেডিসিতে ১৮ হাজার ২১ জন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। গতবার এক থেকে তিন বিষয়ে যারা অকৃতকার্য হয়েছিল, তারা এবার ওই সব বিষয়ে পরীক্ষা দেবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবে।

এবারও বাংলা দ্বিতীয় পত্র এবং ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ছাড়া অন্য বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নে নেওয়া হবে। বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে দুটি বিভাগ থাকলেও দুটি অংশ মিলে ৩৩ পেলেই পাস বলে গণ্য হবে, অর্থাৎ এসএসসির মতো দুটি অংশে আলাদা পাস করতে হবে না।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষাগ্রহণ ও প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া ঠেকাতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাসের হার বাড়াতে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা উত্তর বলে দেন বা নকলে সহায়তা করেন—এমন অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'নকলে বা পরীক্ষার হলে সহায়তায় শিক্ষকদের নাম উঠে আসা দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের নজরদারি আছে। অপকর্ম করে কেউ রেহাই পাবে না।'

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করায় এবার থেকে জেএসসি-জেডিসির পরীক্ষা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ওই মন্ত্রণালয় দায়িত্ব না নেওয়ায় এবারও এ পরীক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে হচ্ছে।

শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন, আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির সভাপতি অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।